হৃদয় জানালা

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম... হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রয়ে গেলেই কি হয়? না। তা কেন? আপনার জন্যে রয়েছে হৃদয় জানালার পাতা। প্রকাশ করুন আপনার সমস্ত আবেগ, ক্ষোভ কিংবা হৃদয় গহীনে লুকিয়ে থাকা অজানা কোন ভালোবাসার কথা...

পোস্ট করা হয়নি যে চিঠি

নারী,

শুভেচ্ছার বানে প্লাবিত হোক তোমার কোমলতা আর কামনাগুলো। ফেরারি বাতাসে রাতের নির্জনতার ফ্রেম যেন ভেঙে পড়ে এখনি তোমার দরজায়। তোমার পেলব বাহু যেন ধরে থাকে লক্ষ বছরের স্নান আর ঝরনার দৃশ্য। কঠিন পাহাড়ের রুক্ষতা যেন ঘিরে থাকে তোমাকে, জানি না কোন সংশয়ে শব্দের বাহারি খেলায় মাতম তুলছে খেয়ালী প্রেমের। আজন্ম শিল্পী, জানি তুমি হারাবে না তবুও অশান্ত মন হারানোর দোলায় কাগজের বুক খুঁড়ে রক্তের রঙে ভরে ক্যানভাস।

কাল সকালে তুমি যাবে। সকালের সবটুকু তাজা বাতাস বুকে তুলে কাছে নিয়েই তুমি ফিরে যাবে কোটি মানুষের ভিড়ে। সামান্য আলাপের নাড়ী ধরে মনের জ্যাম ছাড়িয়ে পাশাপাশি দাঁড়াবার ঐতিহাসিক মুহূর্তের সান্নিধ্যকে সন্নিকটে ফেলে তুমি আবার ফিরে যাবে শোভিত নগরীর নিয়ন লাইটে। কাল যখন প্রিয় করিডোরে হাঁটবো জানি তুমি নেই, তবুও অবচেতন মন তোমাকে খুঁজবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, তাপস স্যারের ক্লাসে, মিথ্যে প্রবোধে ভেসে যাওয়া রিহার্সেল রুমে অথবা তুমি যেখানে থাকোনি কোনোদিন সেখানে। অভিমানী ক্যাম্পাস এই স্বল্প আসা-যাওয়াকে হয়ত বিদায় জানাবে না। তারপরও কণ্ঠরুদ্ধ কণ্ঠে জানাবে অভিযোগ– তুমি ফিরে গেছো আলাদিনের আশ্চর্য শহরে। দীর্ঘ এই ছাত্রজীবনে কখনও ফিরে তাকাইনি জীবনের পানে, আজ এই প্রিয় অবেলায় কেন যেন মনে হয় শুধুই জমিয়েছি ভুলের পাহাড়। তোমার মত এই স্রোতের সাথে খুদে মৌমাছির এই আন্তরিকতাটুকু না হলে হয়ত বুঝতামই না তোমার মত কত রুপালি মাছ আমি না চিনে ছেড়েছি অবহেলায়।

'জীবন আমাকে ক্ষমা কর'

তুমি যাবে, যাও। তিলোত্তমা নগরীর শরীর ছেনে প্রতিদিন তৈরি হয় যে ভালোবাসা, তার এক চিলতে ভ্যানেটি ব্যাগের তলায় লুকিয়ে এনো এই নিঝুম মফস্বলে। চলার পথে বিবাগী বাতাস তোমার চুল নিয়ে খেলতে খেলতে আনমনা হলে কিংবা ভুল করে এই পথিকের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মত মনে পড়ে গেলে জেনো আমি আছি তোমার শরীরে। যেমন তোমাকে লেপ্টে থাকে ভালোবাসা আর ঐশ্বর্য।

আশা-নিরাশার দোলায় বিদ্রোহী কণ্ঠ যদি গেয়ে ওঠে, 'একদিন ঘুম ভেঙে দেখি সুখের সমুদ্র শুকিয়ে গেছে,' তবে ভাববে তুমি না ফেরা পর্যন্ত পুকুরের একটি মাছও ভাসবে না উপরে, করিডোর অভিমানে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, প্রিয় শিক্ষকেরা ক্লাসে মন বসাতে না পেরে গরুর রচনা শেখাবে, আদুরে পাখিগুলো ঘর ছেড়ে বেরুবে না কষ্টে, প্রিয় গিটারটা কাঁদবে, কষ্টে নীল হবে তোমার প্রিয় ক্যাকটাস, বাবা মুখ থেকে নামাবে না প্রিয় পাইপ, শুধু আমি হাঁটবো আর হাঁটবো। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। হাঁটতে হাঁটতেই হারাবো তোমাতে। কোটি মানুষের ভালোবাসা নিয়ে তুমি ফিরে এসো। ফিরে এসো রাজপথ ছুঁয়ে যাওয়া প্রকম্পিত ভালোবাসায়। সেই ভালোবাসায় স্নান করে শুদ্ধ হবো, তোমার কাজে যাবো। জানি জীবন এমনি। তবুও মাঝে লোভ হয় নিজে বিব্রত হই। তারপরও মন তোমার কাছে ফিরতে চাই। ফিরতে যে হয়ই। এই তো ভালোবাসা। ভালোবেসো-

পথিক আমি

মধ্যরাতের পিপাসার্ত নীলাকাশ

পৃথিবীবাসীর দুঃখ-দৈন্য, সংঘাতের অনেক ঊর্ধ্বে সমাসীন হয়ে ঘড়ির কাঁটা ক্রমাগত বয়েই চলেছে দিবারাত্রির ব্যতিক্রমহীন পরিক্রমায়। নিজের চেনাজানা ক্ষুদ্র গন্ডিই বারবার সেলুলয়েডের ফিতার মত একঘেয়ে হয়ে প্রতিচ্ছবি তৈরি করছে। ঘটনার অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া বর্তমান বড়ই সাদামাটা। যৌবনে পা দিয়ে সবাই কমবেশি স্বপ্ন দেখে, নিজের বাইরেও মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে অধিকার বন্ধুত্বের। যে কোনো কারণেই হোক, তেমন কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার সুযোগ আমার হয়ে ওঠেনি। জৈষ্ঠের একটুখানি বৃষ্টির স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। জানি, আমার এই হতাশার মর্ম সবার হৃদয়কে স্পর্শ করবে না। চাঁদ চিরকাল সূর্যকে ভালোবাসে কিন্তু সূর্য কি কখনো ধরা দেয়? শেফালী বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে মাত্র একটিবার ভোর দেখবে বলে, দেখা কি সে কভু পায়? ভোরের উদয় হবার আগেই সেই শেফালী ফুলেরা ঝরে পড়ে। আমার হৃদয়ের অনুভূতি সবাই বুঝবে না, বুঝবে শুধু ঘুমহারা শেফালী আর রাতজাগা চাঁদ। বন্ধুত্ব বিষয়টি খুবই পবিত্র। এ কেবল দেয়া-নেয়া নয়, চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করা অতল দীঘি। ঘোলাটে কোনো ডোবা নয়, হৃদয় নদী। নেই কোনো স্বার্থ। বন্ধুত্ব অনন্ত, তাই শেষ হবার ভয়টুকুও নেই। শেষমেশ একটাই কথা–

রাতভর বৃষ্টি
নিঃসঙ্গ চরাচর
নিঃশব্দে হারানো
অতীত স্বপ্ন বুকে নিয়ে
মধ্যরাতের পিপাসার্ত নীলাকাশ
বিনীত শয্যায়
আজ দান নয়, ঋণী করে যাও...

জয়, ভিক্টর বিজনেস সেন্টার, ৪৫৭, ডিআইটি রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

বন্ধু সাথী কে

সাথী, যেদিন তোমার চিঠি হাতে পেয়েছি, সেদিন থেকেই তোমাকে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছি একজন প্রিয় বন্ধু হিসেবে। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি আমাদের বন্ধুত্বে কতটা আন্তরিক ও বিশ্বাসী, তুমি আমার হৃদয়পটে ছবি হয়ে থাকবে অনন্ত থেকে অনন্তকাল। আমার একান্ত ছায়াপথে তুমি থাকবে আমার চলার পথে একজন বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে। আমার এই অযোগ্য হাতে বিধাতার কাছে বারংবার বলি– 'হে বিধাতা আমাদের এই বন্ধুত্বকে জিইয়ে রাখো আমৃত্যু পর্যন্ত'। চাঁদের অপরূপ জ্যোৎস্না ও বৃষ্টির রিনিঝিনি ছন্দের মত নির্মল ও সুন্দর এবং পাহাড়ের মত বিশাল থেকে বিশাল হোক আমাদের এই বন্ধুত্ব।এই প্রত্যাশায় ...

হানিফ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ২২৪, শেরেবাংলা হল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

চিরকুট

বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়

ক্যাম্পাসের ব্যস্ততা, নাটকের মহড়া যৌবনের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস ভাঙা কষ্ট নিয়তির হাতে ধরা পড়া দীর্ঘশ্বাস একরাশ ক্লান্তি আর দম বন্ধ বিতৃষ্ণ জীবন আর ভালো লাগে না। চারপাশে খোলা ছাদ তবুও দখিনা হাওয়া আমাকে আলিঙ্গন করে না। ঠিকানাবিহীন একটি গন্তব্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি আমি শুধু একটি অভাব, বন্ধু! শুধু বন্ধু। এই একটি অভাব আমাকে কষ্টের নিশাচর বানিয়ে রেখেছে। কত বসন্ত গেল, কিন্তু আজও কেউ বন্ধু হয়ে এলো না আমার হৃদয় কাননে। যার মন হবে আকাশের মতো উদার, যার হৃদয়ে থাকবে সমুদ্রের মতো মমতা আর ভালোবাসা ঠিক সেই রকম...? এ পৃথিবীতে এমন কি কেউ নেই যে, আমার অন্তত বন্ধু হবে। আজও সেই বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়...?

মিজান, রুম নং ২০৬, মেইন হোস্টেল
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা

পলি আর সবার মত আপনিও

এমনটা তো হবার কথা ছিলো না, আমি জানি এটা আমারই দুঃসাহস। যোগ্যতা ছাড়াই আপনাকে লিখে ফেলেছি। তেমন কিছুই দাবি করিনি আপনার কাছে। শুধুমাত্র বন্ধুত্ব ছাড়া। নীরবতায় না থেকে লিখে জানিয়ে দিলে ভালো হতো। আপনি নিশ্চয়ই জানেন অপেক্ষা কতটা কষ্টকর। নীরব থাকবেন না Please…

Mohd. Salim, P.O. Box-829, Riyadh-11343, K.S.A

প্রিন্স

শুভেচ্ছা নিও। কি সেন্টিমেন্ট? হয়ত তাই। অনেকদিন পর হলেও লেখা দেখে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমরা বিমর্ষ হয়ে পড়ি। সত্যিই আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তুমি কেন জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো? সময় কম, জীবন অনেক বড়। এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? কি ঝড় বয়ে গেছে, জানি না। তবুও বলবো, যা হয়েছে, সবই অতীত। অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে আনন্দময় করে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাও। আর রোমান, ছিঃ এত নীচ।

প্রিন্স তুমি সঠিক বন্ধু চিনতে পারনি, যে বন্ধুকে দুঃখ দিয়ে চলে যায়, সে কি কারো বন্ধু হতে পারে?

আর ... । তুমি ভুল নও বন্ধু।

প্রেমা-প্রীতি

তারপর কেন আর...

পৃথিবী ঘুরে আর দিবস আসে যায়
কিন্তু সেহেলী, তুমি, ভালোবাসা, সুন্দর, দূরতমা,
কেবলি যাও কখনো আস না।
তবে হ্যাঁ প্রিয়তমা, একদা এসেছিলে তুমি আমার মনটাতে,
কিছু হৃদ-ধ্বনি শোনাতে।
তারপর কেন আর...

অর্ক, বক্স নং-১০৯, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

বন্ধু চাই

ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি অনেকটা একা একাই। আজ আমি অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র। কিন্তু কোনো বন্ধুর অভাব এখন আমাকে বড়ই পীড়া দেয়। তাই হৃদয় জানালায় হাত বাড়ালাম। সুন্দর মনের ছেলে অথবা মেয়ে বন্ধুর প্রত্যাশায়।

রুপম, ১০২, এ এইচ হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ঢাকার রুমানাকে বলছি

শুভেচ্ছা রইল। সুন্দর এই পৃথিবী। এবং এই সুন্দর পৃথিবীর সুন্দরতম বস্তু হচ্ছে আপনার মন। আমিও দীর্ঘদিন ধরে আপনার মত একজনকে খুঁজছি। অবশেষে যখন 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ আপনার লেখা দেখলাম তখনই আপনাকে লিখলাম। তাই আপনার স্বপ্নের মানুষ মনে করলে আজই আমাকে লিখুন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম (শহীদ), ৭৯
এসএম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয়তমার অভাবে

জীবনটা খুব সুন্দর, যদি তা কেউ সাজাতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য সুইজারল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে বাস করেও জীবনটা সাজাতে পারিনি। শুধুমাত্র প্রিয়তমা বা সঙ্গিনীর অভাবে। ঢাকায় বসবাসরত এমন কোনো সাহসী মেয়ে আছে, যে আমার জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সাজাতে পারে। যাকে ফুল দিয়ে বরণ করব। আছ কি আমার জন্য কোনো মেয়ে?

Mahbub Bhuiyan, Waldgrotte
4463 Buus, Switzerland

বন্ধু হবে বন্ধু

আমি জেনে গেছি, পৃথিবীতে মানুষ বড় একা। আমার জানতে বাকি নেই, পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। কারণ কারো প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে, কেউ ভুল বুঝে, কেউ সন্দেহ করে, আবার কেউ কাছে নিয়ে দূরে ঠেলে দেয়। তারপরও অপেক্ষায় থাকি হয়ত কেউ কোনদিন বলতেও পারে এ্যাই ছেলে 'বন্ধু হবে বন্ধু'। যে বন্ধুত্বে সন্দেহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, আছে শুধু ভালোলাগা, প্রেরণা আর বিশ্বাস, সে রকম বন্ধুত্ব পেলে হয়ত বদলেও যেতে পারি। তাই উজাড় করে বাড়িয়ে দিলাম দু'হাত আপনাদের, তোমাদের, তোদের বেলায় কিংবা অবেলায়। লিখুন, লিখতে পারেন এবং লিখবেন এবং অপেক্ষা।

শিশির, প্রযত্নে-মাসুম, মামুন কানন
১৮/৯ ফাজিল চিস্ত, সুবিদবাজার, সিলেট

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিন

এখন বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রী বাস করে বিশ্ব জুড়ে। পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, পাত্রের জন্য পাত্রীও মেলে না সহজে। সহজ উপায় হলো ২০০০-এ বিজ্ঞাপন। বিশ্ব জুড়ে বসবাসরত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় ২০০০ প্রতি সপ্তাহে। আপনার বিজ্ঞাপনটি প্রার্থিত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রতিশব্দ মাত্র ২ টাকা। টাকা মানি অর্ডার কিংবা অফিসে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯ পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১-৩